দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৭ .....

ভিসিহীন বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে স্থবিরতা

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ২০ মার্চ থেকে উপাচার্যহীন চলছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসহ নানা কার্যক্রমে অনেকটাই স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। এদিকে উপাচার্য পদে নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মাঝে কিছুদিন ধরে অসন্তোষ-কোন্দল দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তারা বলেন, উপাচার্য মাহবুবর রহমানের চার বছরের মেয়াদ শেষ হয় ১৯ মার্চ। তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ২০ মার্চ থেকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকায় অর্থনৈতিক লেনদেন ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ নানা কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। প্রতি মাসের ২৭ তারিখে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা হয়। কিন্তু ভিসি নিয়োগ না হলে বেতন উত্তোলন বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ায় এবং নতুন উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন চলতে থাকলে একাডেমিক কার্যক্রম ছাড়াও ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এদিকে এ উপাচার্য পদে নিয়োগ পেতে কয়েকজন শিক্ষক বিভিন্ন মহলে লবিং শুরু করেন। সদ্যবিদায়ী উপাচার্য মাহবুবর রহমান ও সাবেক উপাচার্য আবদুল মান্নান আকন্দ তাদের মধ্যে রয়েছেন। এছাড়াও উপাচার্য হওয়ার জন্য সাবেক ট্রেজারার অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন মিয়া, ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক মোফাজ্জল হোসেন এবং অধ্যাপক এআরএম সোলাইমান শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জীবনবৃত্তান্ত জমা দিয়েছেন। এদিকে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে মাহবুবর রহমানকে দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়োগের প্রস্তাব দেয়ার খবর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পৌঁছলে কয়েকজন শিক্ষক-কর্মকর্তার মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা সদ্যবিদায়ী উপাচার্যের মেয়াদ দ্বিতীয় মেয়াদে না বাড়িয়ে ওই পদে নতুন প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়ার দাবি জানান।

এ দাবিতে অন্য প্রার্থীরা তাদের অনুসারীদের নিয়ে মাহবুবর রহমানের মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন থেকেই আন্দোলন শুরু করেন। তাদের এ দাবি ও আন্দোলনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন মাহবুবর রহমানের অনুসারীরা। অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, তার সময়ে প্রতিষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণভাবে ও আন্দোলনবিহীনভাবে চলেছে। উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে আব্দুল মান্নান আকন্দের নেতৃত্বে একটি মহল বিশ্ববিদ্যালয়টিকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।